অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : যোয়েল

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : যোয়েল

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

"পথূয়েলের ছেলে যোয়েল", যার নামের অর্থ "মাবুদই আল্লাহ্," কিতাবেরই এর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং কিতাবটি থেকে যা জানা যায় এর চেয়ে যোয়েল সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা যায় না। এহুদা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখ (৩:১, ৬, ৮, ১৮, ১৯, ২০) এবং জেরুশালেম (২:৩২; ৩:১, ৬, ১৬, ১৭, ২০), ইমাম ও আল্লাহ্‌র গৃহ উভয়ের কার্যক্রম বিষয়ে তাঁর জ্ঞান (১:৯, ১৩-১৪, ১৬; ২:১৪-১৭) ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি এহুদার লোক, এমন কি তিনি জেরুশালেমের অধিবাসীও হতে পারেন। ইমামদের সম্পর্কে উল্লেখ (১:৯, ১৩; ২:১৭) এবং বৃদ্ধ লোকেরা (১:২, ১৪; ২:১৬) সম্ভবত এই দুই দলের মধ্যে কোন একটি দলের সদস্য হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয় না।

সময়কাল

যোয়েল কিতাবের রচনার সময়কাল এভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কিতাবটি রচনা করা হয়েছে। যেহেতু এই তারিখের ব্যাপারে কোন ঐক্য মতে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি, তাই অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই কিতাবটি লেখা হয়েছিল বন্দীদশার পরে (৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আর এই ধারণার কারণ ছিল: (১) বন্দীদশার ঘটনাটিকে অতীতের ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছে (৩:২-৩); (২) জেরুশালেমে জয় করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে (৩:১৭); (৩) কোন বাদশাহ্‌র বিষয়ে উল্লেখ করা হয় নি; (৪) ঐ সময় হোসিয়া এবং আমোস মূর্তিপূজা এবং এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে কোন প্রকার নিন্দা সূচক নবীয়তির বাণী দেন নি, কিন্তু তখন আল্লাহ্‌র গৃহ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল; (৫) ব্যাবিলন বিজয়ের সময় এহুদার প্রতি আচরণের দ্বারা ইদোমের প্রতি রাগ প্রকাশের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (যোয়েল ৩:১৯; ওবদিয়া ১-২১ আয়াত)।

বিষয়বস্তু

যোয়েল কিতাবের প্রধান বিষয়বস্তু হল, "মাবুদের দিন"। সব জাতিরা (৩:২-৩) এবং ইসরাইল জাতি (১:১৫; ২:১ -২) এই শাস্তি ভোগ করেছিল। যা হোক, অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের কারণে মাবুদের দিন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা নির্বাপিত হয় নি (২:১২-১৪)। মাবুদের চুক্তির বিশ্বস্ততার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অপরিমেয় প্রতিজ্ঞা এবং রক্ষার মধ্য দিয়ে (২:২৩-২৬; ৩:১); তাঁর লোকদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতিই হল এর প্রমাণ (২:২৭; ৩:১৭, ২১)। এটি হল মসীহের মহা প্রতিজ্ঞা "আমার রূহ্" এর সংক্ষিপ্ত সার, যা সকল মানুষের উপরে সেচিত হবে (২:২৮, ২৯; এর সাথে তুলনা করুন প্রেরিত ২:১৭-২১)।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

নবী যোয়েল জাতির সঙ্কটকালে এহুদা এবং জেরুশালেমে নিবাসী সকলকে শোক করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। এই সঙ্কট তরান্বিত হওয়ার প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল পঙ্গপালের আক্রমণ, যা আঙ্গুরলতা (১:৫, ৭, ১২) এবং শস্য (১:১০) উভয়কেই ধ্বংস করেছে। আর এই জন্য আল্লাহ্‌র গৃহে উপহার উৎসর্গ করার সামর্থ্যের জন্য ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল (১:৯, ১৩, ১৬)। এই পটভূমি দিয়ে যোয়েল সম্ভবত জাতির অন্য দুঃখদায়ক ঘটনায় আল্লাহ্‌র লোকদের চলমান জীবনে শোক করার মত পরিচর্যা কাজ করেছেন।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

১. *মাবুদের দিন।* এটি হল যোয়েল কিতাবের প্রধান বিষয়। এর প্রকৃত হিব্রু অভিব্যক্তির অনূদিত প্রকাশভঙ্গি হচ্ছে "মাবুদের দিন", যা যোয়েল কিতাবে পাঁচ বার দেখা যায় (১:১৫; ২:১, ১১, ৩১; ৩:১৪) এবং অন্য সাত নবীর কিতাবে ১৩ বার এটি দেখতে পাওয়া যায় (ইশা ১৩:৬, ৯; ইয়ার ৪৬:১০; ইহিস্কেল ১৩:৫; ৩০:৩; আমোস ৫:১৮-২০; ওবদিয়া ১৫; সফনিয় ১:৭, ১৪); মালাখি ৪:৫; আমোস ৫:১৮-২০ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। নবীদের কিতাবের সাহিত্যের সর্বত্র "দিন" কথাটি অন্য ভাবে উল্লেখ করার বিষয়টিকেও নবী যোয়েল একই ভাবে ব্যবহার করেছেন (যোয়েল ২:২; ৩:১, ১৮)। যোয়েল কিতাবে উল্লিখিত "দিন" কথাটি কেবল মাত্র জাতিদের উপর বিচার করার চূড়ান্ত দিন হিসেবে উল্লেখ করেন নি (৩:২), কিন্তু এটি ছিল অতীত ও ভবিষ্যত উভয় ক্ষেত্রে ইসরাইলের উপর আল্লাহ্‌র চলমান বিচার (১:১৫; ২:২, ১১) এবং অন্য সব জাতিদের ও ইসরাইলের মধ্যে মধ্যস্থতাস্বরূপ (৩:১-২, ১২, ১৪, ১৬)। উভয় ক্ষেত্রে মাবুদের দিন কথাটি সেই সময় সম্পর্কে নির্দেশ করে যখন এই পরিস্থিতি বিবেচনায় মাবুদের উপস্থিতিতে বিচার সম্পন্ন হবে এবং লোকেরা হয় মাবুদের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে নতুন দোয়া লাভ করবে

(১:১৫ আয়াত দেখুন এবং নোটও দেখুন) তাই যদিও জাতিদের ধ্বংসের দিন ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এটি আল্লাহ্‌র লোকদের নাজাতের সময়ের কাজ সম্পর্কেও ঘোষণা করেছে; বিচারের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্ হবেন আশ্রয়স্থান (৩:১৫-১৬)।

২. *মন পরিবর্তন।* যদি সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র কাছে এসে শোক প্রকাশ করে, বিলাপ করে ও কান্নাকাটি করে (১:১৩-২০) এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাকায় – কিন্তু তা কেবল মাত্র বাহ্যিক আচার ব্যবহার দিয়ে নয়, কিন্তু সমস্ত লোকেরা যেন তাদের আচরণে আন্তরিক হয় (২:১২-১৩) – তাহলে বিচার নিবারিত হতে পারে। কিন্তু মাবুদ লোকদের কাজের দ্বারা আবদ্ধ নন (২:১৪); ধ্বংস করার জন্য পঙ্গপাল পাঠানো (১:১৫) কিংবা তা স্থগিত রাখার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র অধিকারে রয়েছে; ঠিক যেভাবে সৈন্যরা তাঁর আদেশ পালন করে (২:১১)।

৩. *মাবুদ তাদের মধ্যবর্তী।* এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, লোকদের জীবন্ত ঈমান এবং মন পরিবর্তনের প্রয়োজন, কারণ মাবুদ তাঁর শরীয়ত রক্ষা করার স্বভাব প্রকাশ করতে বিচার করা থেকে ফিরে দোয়া করবেন (২:১৩; ১৮-২৬; ৩:১৮)। তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করার তাঁর প্রতিজ্ঞার পরিকল্পনা কেবল মাত্র যোয়েলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা নয় (২:২৭; ৩:১৭, ২১), কিন্তু সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়েই তা প্রকাশ পেয়েছে (নাহূম ৩৫:৩৪; দ্বি.বি. ৬:১৫; ৭:২১; ইশা ১২:৬; হোসিয়া ১১:৯; সফনিয় ৩:১৫, ১৭; হগয় ২:৫; জাকারিয়া ২:১০ -১১; ৮:৩)। পঙ্গপালেরা যে সমস্ত শষ্য খেয়ে ফেলেছে আল্লাহ্ কর্তৃক তা ফিরিয়ে দেওয়া (২:২৭), ভেঙ্গে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ার মত ইসরাইলকে তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা (৩:১৬-১৭), এই উভয় বিষয়ে রয়েছে একই লক্ষ্য: উপসংহারে এই বিষয় উল্লেখ করার মাধ্যমে যোয়েল কিতাবের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

৪. *মাবুদের দিন,* অনুতাপ এবং আল্লাহ্ তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে বাস করেন – এই বিষয়গুলোর সঙ্গে "ভবিষ্যতে সমস্ত লোকদের উপরে রূহ্ ঢেলে দেওয়া ওয়াদা" এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে (২:২৮-৩২)। মাবুদের দিনের বিচার (২:৩০-৩১; এর সাথে তুলনা করুন ২:১০; ৩:১৫) এবং রক্ষার ঘোষণার সঙ্গে রূহ্ ঢেলে দেওয়ার বিষয়টি যুক্ত রয়েছে (২:৩২)। যারা নাজাত পেয়েছে এবং মাবুদের নামে ডাকবে (২:৩২) তাদের এই বিষয়টি সঙ্গে তাদের অনুতাপ সম্পর্কযুক্ত। শেষে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে জাতি, বর্ণ, বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজের লোক (২:২৮-২৯) নারী কিংবা পুরুষকে রূহ্ প্রদান করা হল আল্লাহ্ তাদের মধ্যে বাস করার চূড়ান্ত প্রমাণ (ইশা ৬৩:১১; এর সাথে দেখুন হগয় ২:৫)।

ধ্বংসকারী পঙ্গপাল এবং অনাবৃষ্টি বা শুষ্কতা (১:১-২৩) এবং মাবুদের সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণ (২:১-১১) পাঠকদের কাছে গুরুতর প্রশ্ন তুলে ধরেছে। পণ্ডিতদের দেওয়া তাদের কিছু মতামতের রূপরেখা নিচের তালিকায় দেওয়া হল:

যেহেতু এই সব মতামতের প্রত্যেকটি নিয়ে গুরুতর বিতর্ক রয়েছে, তাই তৃতীয় মতের জন্য কিতাবের মূল বিষয়বস্তুর সাহায্য নেওয়া উপযুক্ত হবে।

মাবুদের দিনে (২:১১) তাঁর সৈন্যদের আগমনের বর্ণনা করতে গিয়ে যোয়েল পঙ্গপালের উৎপাতের চমকপ্রদ উপমার সঙ্গে সৈন্যদলের উপমা ব্যবহার করেছেন (২:৪-৯)। ১ অধ্যায়ের ক্রিয়াপদটি হল জোরালো আদেশ সূচক এবং অতীতকাল নির্দেশক। এতে অতীতের ঘটনার উপর ভিত্তি করে লোকদের কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ২ অধ্যায়ের ক্রিয়াপদের অসম্পূর্ণ এবং আদেশ সূচক ধরন – এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যদিও বিচার খুব কাছে এসে গেছে, তথাপি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসার এখনো সুযোগ রয়েছে। ১:১৫-২০ আয়াতে উল্লিখিত মাতমটি পঙ্গপালের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে তার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত, যেহেতু ২:১৭ আয়াতের মুনাজাত পঙ্গপালের ধ্বংসের কাজের উপর কেন্দ্রিভূত ছিল না, কিন্তু বিদেশী শাসনের ফলে আল্লাহ্‌র লোকদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ের উপরে কেন্দ্রিভূত ছিল। পুরাতন নিয়মে উত্তর দেশীয় সৈন্য বলতে শত্রুদের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে (২:২০ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। কিন্তু এটি অত্যন্ত বিরল বিষয় হবে যদি এটি পঙ্গপালের ঝাঁকের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। ৩:১-২১ আয়াতে জাতিদের বিচার সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পাওয়া যাবে, যদি ঘটনা প্রসঙ্গ অনুক্রমে ২ অধ্যায়ে সৈন্যদের ভয় এবং চরম বিরোধের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য কারণ সমূহ ৩য় মতকে বেছে নেবার জন্য সাহায্য করবে।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্ তাঁর প্রাচীন লোকদের মহব্বত এবং দয়ার মাধ্যমে কাছে ডেকেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর মাধ্যম হওয়ার জন্য সংরক্ষিত করেছিলেন, যাদের মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত জাতির লোকদের উপর তাঁর রূহ্ ঢেলে দিতে পারেন (২:২৮-৩২) এবং যারা তাদের ধ্বংস করতে চায় তাদের হাত থেকে তিনি তাদের রক্ষা করতে পারেন (অধ্যায় ৩)। তিনি তাদের সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর লোকেরা যেন কেবল শোক করতে গিয়ে তাদের কাপড় না ছেড়ে, কিন্তু তাদের অন্তর যেন ছেড়ে (২:১২-১৪), যাতে তারা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে মহব্বত করতে পারে।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় কাজ হিসেবে যোয়েল কিতাব বিচারের দৈববাণী এবং নাজাতের দৈববাণীর প্রধান

উপাদানের উপর নির্ভর করেছে। যোয়েল কিতাবের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে কাব্যিক বর্ণনা। কিতাবটির লেখক এর বর্ণনার সাথে বিশেষভাবে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছেন। ধ্বংসকারী পঙ্গপালের সম্পর্কে যোয়েলের যে কল্পনা ছিল তা প্রকৃত প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি। যোয়েল নবীর কিতাব অনেকটা ভয়াবহ কাহিনী হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। আবেগপূর্ণ বর্ণনার কলাকৌশল (সরাসরি প্রকৃত প্রাণীকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা সাহিত্যের ভাষায় অনুপস্থিত কিন্তু চিন্তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যেন তারা শোনে এবং সাড়া দেয়) প্রথম দুটি অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও লেখক একজন নবী ছিলেন যিনি প্রকৃতপক্ষে একজন লেখকের চেয়ে আরও বেশি কিছু ছিলেন। এই কিতাবে প্রকৃতির অনেক চিত্র রয়েছে যা প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা হিসেবে স্থান পেয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় রীতিতে।

কিতাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয় হল সেই উপায় যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত পঙ্গপাল সম্পর্কে নবী যোয়েলের কল্পনায় ভয়ের চিত্রের উপমা প্রকাশ পেয়েছে – মানুষের গুনাহ্‌র বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিচারের চিত্র। অবশ্য যোয়েলের উপমা ছিল মানুষের দুষ্টতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শাস্তির সার্বজনীন চিত্র।

যদিও নবী যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর তারিখ সম্পর্কে অনেক বিতর্ক আছে, তবে সম্ভবত ব্যাবিলন থেকে এহুদা বন্দীদশা শেষে ফিরে আসার পর জাতীয় দুর্যোগের সময় কিছু কাল ধরে ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিচর্যা কাজ করেছিলেন।

প্রধান আয়াত: "কিন্তু, মাবুদ বলেন, এখনও তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে এবং রোজা, কান্নাকাটি ও মাতম সহকারে আমার কাছে ফিরে এসো। আর নিজ নিজ কাপড় না ছিঁড়ে অন্তঃকরণ ছিঁড় এবং তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের কাছে ফিরে এসো, কেননা তিনি কৃপাময় ও স্নেহশীল ক্রোধে ধীর ও অটল মহব্বতে মহান এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনা করেন" (২:১২, ১৩)।

প্রধান প্রধান স্থান: জেরুশালেম

প্রধান প্রধান লোক: যোয়েল, এহুদার লোকেরা

কিতাবটির রূপরেখা:

১) পংগপালের আক্রমণের বর্ণনা (১ অধ্যায়)
২) শত্রুর আক্রমণের বর্ণনা (২:১-১১ আয়াত)
৩) তওবা করবার জন্য এহুদার কাছে মিনতি (২:১২-১৭ আয়াত)
৪) ভবিষ্যতে উদ্ধার ও দোয়া করবার ওয়াদা (২:১৮–৩:২১ আয়াত)

হযরত যোয়েল

হযরত যোয়েল এহুদাতে সম্ভবত ৮৩৫-৭৯৬ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	দুষ্ট রাণী অথলিয়া একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা জব্দ করেছিলেন কিন্তু কয়েক বছর পর তাকে উৎখাত করা হয়েছিল। যোয়াশকে রাজপদে বসানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি মাত্র সাত বছর বয়সী ছিলেন এবং তাঁর রূহানিক নির্দেশনার অনেক প্রয়োজন ছিল। যোয়াশ তাঁর শুরুর বছরগুলোতে আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু তারপর তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন।
মূল বার্তা	জাতিকে শাসন করার জন্য পঙ্গপালের একটি মহামারী এসেছিল। বড় ধরনের বিচারদন্ড ঘটার আগে যোয়েল লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরতে বলেছিলেন।
বার্তার গুরুত্ব	আল্লাহ্ সকল মানুষকে তাদের গুনাহের জন্য বিচার করেন, কিন্তু তাঁর দিকে যারা ফিরে তাদের প্রতি তিনি দয়ালু এবং তাদের অনন্ত নাজাত দিতে চান।

১ অধ্যায়ে যা আছে . . .	২ অধ্যায়ে যা আছে . . .
১. প্রকৃত পঙ্গপালের ধ্বংসের বর্ণনা	একই রকম আক্রমণের সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
২. প্রকৃত পঙ্গপালের ধ্বংসের বর্ণনা	আসন্ন সামরিক আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কবার্তা।
৩. অগ্রগামী সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে প্রকৃত পঙ্গপালের ধ্বংসের কাজের বর্ণনা	মানব সৈন্যের যে কাল্পনিক উপমা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মাবুদের দিন সম্পর্কে চরম বিরোধ দেখা দিয়েছে।
৪. পঙ্গপালের আক্রমণের রূপক উপমা দিয়ে সামরিক আক্রমণের বর্ণনা করা হয়েছে	আশেরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দের মত শত্রুদের সচরাচর আগমনের বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

পঙ্গপালের আক্রমণ

১ ১ পথূয়েলের পুত্র যোয়েলের কাছে মাবুদের
এই কালাম নাজেল হল।
২ হে প্রাচীনেরা, এই কথা শোন; আর হে
দেশ-নিবাসী সকলে, কান দাও। তোমাদের
সময়ে কি এমন ঘটনা ঘটেছে? কিংবা তোমাদের
পূর্বপুরুষদের সময়ে কি এমন হয়েছে? ৩ তোমরা
তোমাদের সন্তানদেরকে এর বৃত্তান্ত বল এবং
তারা তাদের সন্তানদেরকে বলুক, আবার সেই
সন্তানেরা ভাবী পুরুষপরম্পরাকে বলুক।
৪ শূককীটে যা রেখে গেছে, তা পঙ্গপালে
খেয়েছে; পঙ্গপালে যা রেখে গেছে, তা পতঙ্গে
খেয়েছে; পতঙ্গে যা রেখে গেছে, তা ঘুর্ঘুরিয়াতে
খেয়েছে।
৫ হে মাতাল লোকেরা, জেগে ওঠ ও
কান্নাকাটি কর; হে মদ্যপায়ী সকলে, মিষ্ট আঙ্গুর-
রসের জন্য হাহাকার কর; কেননা তোমাদের মুখ
থেকে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ৬ কারণ আমার
দেশের বিরুদ্ধে একটি জাতি উঠে এসেছে, সে
বলবান ও অসংখ্য; তার দাঁতগুলো সিংহের
দাঁতের মত, তার কশের দাঁত সিংহীর কশের
দাঁতের মত। ৭ সে আমার আঙ্গুরলতা ধ্বংস
করেছে, আমার ডুমুর গাছ বাকলশূন্য করেছে;
সে ছাল খুলে ফেলেছে, তা ফেলে দিয়েছে; তার
ডালগুলো সাদা হয়ে পড়েছে।
৮ তুমি এমন কন্যার মত মাতম কর, যেন
যৌবনকালে স্বামীর শোকে চটের কাপড়
পরেছে। ৯ মাবুদের গৃহ থেকে শস্য-উৎসর্গ ও
পেয়-নৈবেদ্য অপহৃত হয়েছে, মাবুদের
পরিচারক ইমামেরা শোক করছে। ১০ ক্ষেত
বিনষ্ট, ভূমি শোকান্বিত, কেননা শস্য বিনষ্ট
হয়েছে, নতুন আঙ্গুর-রস শুকিয়ে গেছে এবং
তেল শেষ হয়ে গেছে।
১১ কৃষকরা লজ্জিত হও, আঙ্গুর-ক্ষেতের
পালকেরা গম ও যবের জন্য হাহাকার কর;
কেননা ক্ষেতের শস্য নষ্ট হয়েছে। ১২ আঙ্গুর-লতা

[১:১] প্রেরিত ২:১৬।
[১:২] হোশেয় ৫:১।
[১:৩] হিজ ১০:২।
[১:৪] হিজ ১০:১৫; দ্বি:বি ২৮:৩৯; আমোষ ৭:১; নহূম ৩:১৫।
[১:৫] ইশা ২৪:৭।
[১:৬] প্রকা ৯:৮।
[১:৭] ইশা ৫:৬।
[১:৮] ইশা ২২:১২; আমোষ ৮:১০।
[১:৯] হোশেয় ৯:৪।
[১:১০] ইশা ৫:৬; ২৪:৪; ইয়ার ৩:৩।
[১:১১] আইউ ৬:২০; আমোষ ৫:১৬।
[১:১২] ইশা ১৫:৬।

১:১ মাবুদের এই কালাম। দেখুন হোসিয়া ১:১ আয়াত ও নোট। *যোয়েল।* এই নামের অর্থ "মাবুদ এখানে আছেন"; তুলনা করুন নবী ইলিয়াসের নাম, যার অর্থ "(আমার) আল্লাহ্‌ই মাবুদ।"

১:২ হে প্রাচীনেরা। হতে পারে এখানে সমাজের বয়স্ক মানুষদের কথা বোঝানো হচ্ছে কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বোঝানো হচ্ছে (দেখুন আয়াত ১৪; ২:১৬, ২৮; এর সাথে হিজ ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৪ শূককীট ... পঙ্গপাল ... পতঙ্গ ... ঘুর্ঘুরিয়া। হতে পারে (১) বিভিন্ন প্রজাতির পোকার নাম বলা হয়েছে, কিংবা (২) একই পোকার জীবনচক্রের বিভিন্ন অবস্থানকে বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়েছে। দেখুন ২:২৫; হিজ ১০:৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১:৫ হে মাতাল লোকেরা। যদিও যোয়েল অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তথাপি এই কিতাবে একমাত্র মদ্যপানই হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত গুনাহ্‌, অর্থাৎ অন্য কোন গুনাহ্‌র নাম এভাবে উল্লেখ করা হয় নি (তুলনা করুন ইশা ২৮:৭-৮; আমোস ৪:১ আয়াত) । এখানে মাতাল কথাটি অর্থ হচ্ছে যারা রূহানিক বিষয়াদির খোঁজ না করে দুনিয়াবী বিষয়াদির পেছনে ছোটে। *কান্নাকাটি কর।* সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে (মাতাল, এই আয়াতে; সাধারণ জনগণ, আয়াত ৮; কৃষক, আয়াত ১১; ইমামগণ, আয়াত ১৩) কান্না ও শোক করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। পতঙ্গের কারণে আঙ্গুর ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাতালদের আর আঙ্গুর রস পাওয়ার কোন উৎস থাকলো না।

১:৬ এখানে পঙ্গপালগুলোকে একটি জাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে; তুলনা করুন মেসাল ৩০:২৫-২৬ আয়াতের পিঁপড়ার কথা, যেখানে হিব্রু শব্দ "পশু" দিয়ে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে "একটি জাতি"। অন্যান্য স্থানে পঙ্গপালকে বলা হয়েছে মাবুদের "বাহিনী" (২:১১, ২৫)। এর বিপরীতভাবেও চিন্তা করা যায় – বিশাল সেনাবাহিনীকেও অনেক সময় অগণিত পঙ্গপালের সাথে তুলনা করা হয়েছে – যা প্রাচীন উগারীয় সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায় (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী) এবং পুরাতন নিয়মেও তা প্রচুর দেখা যায় (দেখুন কাজী ৬:৫ আয়াত ও নোট; ইয়ার ৪৬:২৩; ৫১:১৪, ২৭; নাহূম ৩:১৫)। *সে বলবান ও অসংখ্য।* সাধারণত মিসরের মহামারী নিয়ে আসা পঙ্গপাল বোঝাতে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে (দেখুন জবুর ১০৫:৩৪; এর সাথে দেখুন হিজ ১০:৪-৬, ১২-১৫ আয়াত)। *দাঁত।* নবী যোয়েলের কল্পনা করা পঙ্গপালের দাঁতের সাথে সিংহের দাঁতের তুলনাটি প্রকাশিত ৯:৮ আয়াতেও প্রতিফলিত হয়েছে।

১:৭ আমার। এখানে এবং যোয়েল কিতাবের আরও অন্যান্য স্থানে "আমি" সূচক সর্বনাম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় (দেখুন আয়াত ৬, ১৩-১৪; ২:১, ১৩-১৪, ১৭-১৮, ২৩, ২৬-২৭; ৩:২-৫, ১৭) যা আশাবাদ প্রকাশ করে, যেহেতু এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে লোকেরা মাবুদ আল্লাহ্‌র অধীনেই রয়েছে (তুলনা করুন ইউসা ২২:১৯ আয়াত)।

১:৮ কন্যা। এখানে পুরো সমাজের কথা বলা হয়েছে। ইসরাইল দেশে যখন কোন নারী একজন পুরুষকে বিয়ে করার জন্য কথা দেয়, তখন থেকেই তাদেরকে স্বামী ও স্ত্রী বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, যদিও তখনও তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি (দেখুন দ্বি.বি. ২২:২৩-২৪; তুলনা করুন মথি ১:১৮ আয়াতের নোট)। এই আয়াতটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, এরকমই একজন বাগদানকারী স্বামীর বিয়ের আগেই মৃত্যু ঘটেছে। *চটের কাপড়।* দেখুন আয়াত ১৩; পয়দা ৩৭:৩৪; প্রকা ১১:৩ আয়াত ও নোট।

১:৯ শস্য-উৎসর্গ। দেখুন আয়াত ১৩; ২:১৪। পঙ্গপালেরা এমন কিছুই রেখে যায় নি যা কোরাবানী হিসেবে উৎসর্গ করা যাবে। শস্য উৎসর্গ (লেবীয় ২:১-২) এবং পানীয় উৎসর্গ, যা ছিল আঙ্গুর রসের দায় কোরবানী (লেবীয় ২৩:১৩), যা দৈনিক কোরবানী উৎসর্গের একটি অংশ ছিল (হিজ ২৯:৪০; শুমারী ২৮:৫-৮ আয়াত দেখুন)।

১:১০ শুকিয়ে গেছে। পঙ্গপাল সমস্ত কিছু ধ্বংস করে ফেলার কারণে খরা ও অনাবৃষ্টি যেন আরও বেশি প্রকট আকার ধারণ করেছিল। *শস্য ... নতুন আঙ্গুর রস ... তেল।* পুরাতন নিয়মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রয়ী, যার সাথে তৎকালীন কৃষি

শুকিয়ে গেছে ও ডুমুর গাছ ম্লান হয়েছে, ডালিম,
খেজুর, আপেল ও ক্ষেতের সমস্ত গাছ শুকিয়ে
গেছে, বস্তুতঃ লোকদের মধ্যেকার আনন্দ শুকিয়ে
গেছে।

মন পরিবর্তন ও আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করার আহ্বান

১৩ হে ইমামেরা, তোমরা চট পরে মাতম কর;
হে কোরবানগাহ্‌র পরিচারকরা, হাহাকার কর; হে
আমার আল্লাহ্‌র পরিচারকরা, এসো, চট পরে
সমস্ত রাত যাপন কর; কেননা তোমাদের
আল্লাহ্‌র গৃহে শস্য-উৎসর্গ ও পেয়-নৈবেদ্যের
অভাব হয়েছে। ১৪ তোমরা পবিত্র রোজা নির্ধারণ
কর, একটি বিশেষ মাহ্‌ফিল আহ্বান কর,
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের গৃহে প্রাচীনবর্গ ও
দেশ-নিবাসী সমস্ত লোককে একত্র কর এবং
মাবুদের কাছে কান্নাকাটি কর।
১৫ হায় হায়, কেমন দিন! মাবুদের দিন তো
সন্নিকট; তা সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে প্রলয়ের
মত আসছে।

[১:১৩] পয়দা ৩৭:৩৪; ইয়ার ৪:৮।
[১:১৪] ইউ ৩:৮।
[১:১৫] ইশা ২:১২; ইয়ার ৩০:৭; ৪৬:১০; ইহি ৩০:৩; মালা ৪:৫।
[১:১৬] ইশা ৩:৭।
[১:১৭] ইশা ১৭:১০-১১।
[১:১৮] পয়দা ৪৭:৪।
[১:১৯] জবুর ৫০:১৫।
[১:২০] জবুর ৪২:১; ১০৪:২১।
[২:১] শুমারী ১০:২, ৭।

১৬ আমাদের দৃষ্টি থেকে খাদ্য ও আমাদের
আল্লাহ্‌র এবাদতখানা থেকে আনন্দ ও উল্লাস কি
উচ্ছিন্ন হয় নি? ১৭ বীজগুলো নিজ নিজ ঢেলার
নিচে পচে যাচ্ছে; গোলাগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত,
শস্যাগারগুলো উৎপাটিত; কারণ শস্য ম্লান
হয়েছে। ১৮ পশুগুলো কেমন কাতর আর্তনাদ
করছে! ষাঁড়ের পাল ব্যাকুল হচ্ছে, কেননা
তাদের চারণভূমি নেই; ভেড়ার পালও দণ্ডভোগ
করছে।

আল্লাহ্‌র কাছে হযরত যোয়েলের কথা

১৯ হে মাবুদ আমি তোমাকেই ডাকছি, কেননা
আগুন মরুভূমির চরাণিগুলো গ্রাস করেছে, তার
শিখা ক্ষেতের সমস্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলেছে।
২০ মাঠের পশুগুলোও তোমার কাছে আকাঙ্ক্ষা
করে, কেননা জলপ্রণালীগুলো শুকিয়ে গেছে ও
আগুন মরুভূমিস্থ চরাণিগুলো গ্রাস করেছে।
২ ১ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, আমার
পবিত্র পর্বতে সিংহনাদ কর, দেশ-নিবাসী
সকলেই কেঁপে উঠুক; কেননা মাবুদের দিন

কাজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল (২:১৯ আয়াত দেখুন)।

১:১৩ আমার আল্লাহ্‌র ... তোমাদের আল্লাহ্‌র। দেখুন ৭ আয়াতের নোট। *শস্য-উৎসর্গ ও পেয়-নৈবেদ্য।* ৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৪ পবিত্র রোজা ... বিশেষ মাহ্‌ফিল। ২:১৫ আয়াত দেখুন। মহা কাফ্‌ফারার দিনে রোজা রাখার প্রয়োজন হত (দেখুন লেবীয় ১৬:২৯ আয়াতের নোট) এবং জাতীয় দুর্যোগের সময়ও তা করা হত (দেখুন কাজী ২০:২৬; ২ শামু ১২:১৬; ইষ্টের ৪:৩, ১৬; ইয়ার ১৪:১২; ইউনুস ৩:৪-৫; জাকা ৭:৩), যা অনুতাপ ও নম্রতা প্রকাশ করে। পাক কিতাব বাহ্যিক এমন কোন চিহ্ন প্রকাশের পক্ষে কথা বলে না যা মানুষের ভেতরের নেতিবাচক বিশ্বাস বা আচরণ প্রকাশ করে (মথি ৬:১-৮, ১৬-১৮; ২৩:১-৩৬)। *প্রাচীনবর্গ।* দেখুন আয়াত ২ ও নোট; হিজ ৩:১৬; ২ শামু ৩:১৭।

১:১৫ মাবুদের দিন। ইশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭; আমোস ৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। যোয়েল নবী কিতাবে এই কথাটি পাঁচ বার দেখা যায় এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচ্য বিষয় (এই আয়াতটি; ২:১, ১১, ৩১; ৩:১৪)। আরও ছয় জন নবী এই কথাটি ব্যবহার করেছেন, যারা হলেন: নবী ইশাইয়া (১৩:৬, ৯), নবী ইহিস্কেল (১৩:৫; ৩০:৩), নবী আমোস (৫:১৮, ২০), নবী ওবদিয়া (১৫), নবী সফনিয় (১:৭, ১৪) এবং নবী মালাখি (৪:৫); এবং জাকা ১৪:১ আয়াতে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। অনেক সময় সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে "সেই দিন," যা অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসে আল্লাহ্‌র বিশেষ হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, যেমন নবী যোয়েলের সময়ে পঙ্গপালের আক্রমণ বা ৬০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কার্কেমীশের যুদ্ধ (দেখুন ইয়ার ৪৬:২, ১০)। এর মধ্য দিয়ে মসীহের আগমনের কথাও বোঝানো হতে পারে (দেখুন মালাখি ৪:৫; ১ করি ৫:৫; ২ করি ১:১৪; ১ থিষ ৫:২ আয়াত ও নোট; ২ পিতর ৩:১০) যখন ইতিহাসে বেহেশতী বিচার সাধনের ক্ষেত্রে এই কথাটি বলা হয় না, তখন সাধারণত তা মাবুদের নির্ধারিত শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে বোঝানো হয়ে থাকে, যে দিনের সাধারণত দুটি বিশেষ দিক আমরা দেখতে পাই: (১) আল্লাহ্‌ তাঁর দুশমনদের উপরে বিজয় লাভ করবেন ও তাদের শাস্তি বিধান করবেন এবং (২) তাঁর লোকদেরকে তিনি বিশ্রাম (সুরক্ষা) এবং রহমত দান করবেন। সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে প্রলয়ের মত আসছে। দেখুন ইশা ১৩:৬ আয়াত ও নোট।

১:১৮ এই ঘটনার সাথে তুলনা করুন ইয়ার ১৪:৫-৬ আয়াতে উল্লিখিত দুর্ভিক্ষের বর্ণনা। *কাতর আর্তনাদ।* এই শব্দের জন্য যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি দিয়েই মিসরে ইসরাইল জাতির আর্তনাদ ও হাহাকার প্রকাশ করা হয়েছিল (হিজ ২:২৩) এবং অন্যান্য স্থানেও তা দেখা যায় (মেসাল ২৯:২; ইশা ২৪:৭; মাতম ১:৪, ৮, ১১, ২১; ইহি ৯:৪; ২১:১২)। *ব্যাকুল হচ্ছে।* এর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দিয়ে মিসর থেকে উদ্ধার লাভের পর মরু প্রান্তরে ইসরাইল জাতির উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়েছে (হিজ ১৪:৩)। *ভেড়ার পালও।* সাধারণত দুর্ভিক্ষের সময় ভেড়ার কষ্ট সবচেয়ে কম হয়, কারণ ভেড়া মাটি থেকে ঘাসের শিকড় সুদ্ধ উঠিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে।

১:১৯-২০ আগুন। যদিও পঙ্গপালের কারণে সৃষ্ট ধ্বংসের সাথে আগুনের ধ্বংযজ্ঞের তুলনা করা হয়েছে (আয়াত ২:৩ দেখুন), এখানে নবী হয়তোবা দুর্ভিক্ষের প্রভাব বর্ণনা করছেন। যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন তিনি আল্লাহ্‌র বিচার বিধানকারী আগুনের তুলনা করেছেন (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ইয়ার ৪:৪; ১৫:১৪; ১৭:২৭ আয়াত ও নোট; ইহি ৫:৪; ১৫:৬-৭ আয়াত এবং ১৫:৭ আয়াতের নোট; ২০:৫৭; ২১:৩২; হোসিয়া ৮:১৪; আমোস ১:৪ আয়াত ও নোট)।

২:১ তূরী। দেখুন আয়াত ১৫। ভেড়া বা ষাঁড়ের শিং থেকে তৈরি এই তূরী বাজিয়ে সাধারণত সামনের কোন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হত (ইয়ার ৪:৫; ইহি ৩৩:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর শব্দ লোকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতো

আসছে, হ্যাঁ, সেই দিন সন্নিকট। [2] তা অন্ধকার
ও ঘোর অন্ধকারের দিন, মেঘের ও ঘন
অন্ধকারের দিন, পর্বতমালার উপরে অরুণের মত
তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। বলবতী একটি মহাজাতি; তার
মত জাতি যুগের আরম্ভ থেকে হয় নি এবং তার-
পর পুরুষানুক্রমে বছর-পর্যায়েও হবে না।
[3] তাদের আগে আগুন গ্রাস করে, পিছনে
বহ্নি-শিখা জ্বলে; তাদের সম্মুখে দেশ যেন আদন
বাগান, তাদের পিছনে ধ্বংসপ্রাপ্ত মরুভূমি, তা
থেকে কিছুই রক্ষা পায় নি। [4] তাদের আকার
ঘোড়ার আকৃতির মত এবং তারা
ঘোড়সওয়ারদের মত ধাবমান হয়। [5] তাদের
লম্ফের আওয়াজ পর্বতশৃঙ্গের উপরে রথের শব্দের
মত, নাড়া পোড়ানো আগুনের শিখার শব্দের মত;
তারা যুদ্ধের জন্য শ্রেণীবদ্ধ শক্তিশালী জাতির
মত। [6] তাদের সম্মুখে জাতিরা যন্ত্রণাগ্রস্ত,
সকলেরই মুখ কালিমাযুক্ত হয়। [7] তারা বীরের
মত দৌড়ায়, যোদ্ধাদের মত প্রাচীরে ওঠে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে অগ্রসর হয়, নিজেদের
পথ জটিল করে না। [8] তারা এক জন অন্যের
উপরে চাপাচাপি করে না; সকলেই নিজ নিজ
পথে অগ্রসর হয় এবং তলোয়ারের উপরে
পড়লেও আহত হয় না। [9] তারা নগরের উপর
লাফ দেয়, প্রাচীরের উপরে দৌড়ায়, বাড়ির
মধ্যে ওঠে, চোরের মত জানালা দিয়ে প্রবেশ
করে। [10] তাদের সম্মুখে দুনিয়া কাঁপে, আ-
কাশমণ্ডল কম্পমান হয়, চন্দ্র ও সূর্য অন্ধকারময়
হয়, নক্ষত্রগুলো নিজ নিজ আলো দেওয়া বন্ধ
করে দেয়। [11] মাবুদ নিজের সৈন্যসামন্তের আগে
তাঁর কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছেন; কেননা তাঁর বাহিনী
বিরাট বড়; যারা তাঁর হুকুম মান্য করে তারা
বলবান। কেননা মাবুদের দিন মহৎ ও অতি
ভয়ানক; আর কে তা সহ্য করতে পারে?
[12] কিন্তু, মাবুদ বলেন, এখনও তোমরা সমস্ত
অন্তঃকরণের সঙ্গে এবং রোজা, কান্নাকাটি ও
মাতম সহকারে আমার কাছে ফিরে এসো।

[২:২] আইউ ৯:৭; ইশা ৮:২২; ১৩:১০; আমোষ ৫:১৮।
[২:৩] জবুর ৯৭:৩; ইশা ১:৩১।
[২:৪] প্রকা ৯:৭।
[২:৫] প্রকা ৯:৯।
[২:৬] ইশা ১৩:৮।
[২:৭] আইউ ১৬:১৪।
[২:৯] হিজ ১০:৬।
[২:১০] ইশা ৫:৩০; মথি ২৪:২৯; মার্ক ১৩:২৪; প্রকা ৯:২।
[২:১১] ইশা ২:১২; ইহি ৩০:৩; যোয়েল ১:১৫; ওব ১:১৫।
[২:১২] দ্বি:বি ৪:৩০; ইহি ৩৩:১১; হোশেয় ১২:৬।

(আমোস ৩:৬ আয়াত দেখুন)। *সিয়োনে।* দেখুন আয়াত ১৫; ৩:১৭, ২১। এখানে সিয়োন শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে জাতির রাজধানী হিসেবে জেরুশালেমের অবস্থান। *মাবুদের দিন।* দেখুন আয়াত ১:১৫; ইশা ২:১১, ১৭, ২০ আয়াত ও নোট।

২:২ ঘোর অন্ধকারের দিন। মাবুদের দিন বোঝাতে গিয়ে নবীরা অনেক সময়ই অন্ধকারের কথা বলেছেন (দেখুন আমোস ৫:১৮ ও নেবাট; সফ ১:১৫ আয়াত) এবং সাধারণত এর মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে দুর্যোগ ও কষ্টভোগ বোঝানো হয়ে থাকে (দেখুন ইশা ৫০:৩; ৫৯:৯; ইয়ার ২:৬; ১৩:১৬; মাতম ৩:৬; ইহি ৩৪:১২ আয়াত ও নোট)। *অরুণের মত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে।* সাধারণত এ ধরনের কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় ভোর, বা অন্ধকার কেটে যাওয়ার কাল, দুঃখ ও কষ্টের সমাপ্তি (তুলনা করুন ইশা ৮:২০; ৫৮:৮)। তবে এখানে তা পরিহাসের ভঙ্গিতে পঙ্গপালের আক্রমণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেভাবে ভোরের সাথে সাথে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে, সেভাবে সারা দেশে ধ্বংসের আগুন ছড়িয়ে পড়বে।

২:৩-১১ এই কাব্যিক অংশটি যুদ্ধের বর্ণনা হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী (নাহূম ৩:১-৩ আয়াত দেখুন)।

২:৩ তাদের আগে। নবী যোয়েল এই শব্দগুচ্ছটি তিন বার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছেন (দুই বার ৩ আয়াতে এবং এক বার ১০ আয়াতে), "তাদের পেছনে" দুই বার (আয়াত ৩) এবং "তাদের সম্মুখে" (৩ আয়াতে দুই বার এবং ১০ আয়াতে এক বার)। *আগুন।* ১:১৯-২০ আয়াতের নোট দেখুন। *আদনের বাগান।* দেখুন পয়দা ২:৮, ১৫ (গুনাহে পতনের পূর্বে আদন বাগন যেমন ছিল); পয়দা ১৩:১০ (সাদুম ধ্বংস হওয়ার পূর্বে জর্ডান উপত্যকা যেমন ছিল); এবং ইশা ৫১:৩; ইহি ৩১:৮-৯, ১৬, ১৮; ৩৬:৩৫ (এর সবই একটি মরুভূমি নির্দেশ করে যা এক সময় আদন বাগানের মত ছিল)।

২:৪ ঘোড়া। আইউব কিতাবে ঘোড়ার সাথে পঙ্গপালের তুলনা করা হয়েছে (আইউব ৩৯:১৯-২০), কিন্তু যোয়েল ঠিক তার বিপরীত কাজটি করেছেন।

২:৫ পর্বতশৃঙ্গের উপরে। সাধারণ ঘোড়ার কাছে পর্বত অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও পঙ্গপালের কাছে তা মোটেও কঠিন কিছু নয়।

২:৬ তাদের সম্মুখে। এই কথাটি "তাদের আগে" কথাটির বদলে ব্যবহার করা যায় (আয়াত ৩, ১০)। *যন্ত্রণাগ্রস্ত।* পঙ্গপালের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ তাদেরকে যন্ত্রণায় ফেলেছিল।

২:৯ বাড়ির মধ্যে ওঠে। মিসরীয় পঙ্গপালের মহামারীতে যেমনটা দেখা গিয়েছিল (হিজ ১০:৬)। কাঁচ না থাকলে কোন জানালাই পঙ্গপাল ঠেকাতে পারবে না।

২:১০ দুনিয়া কাঁপে। দেখুন জবুর ৬৮:৮; ৭৭:১৮; ইশা ২৪:১৮-২০; ইয়ার ৪:২৪; আমোস ৮:৮; নাহূম ১:৫ আয়াত। *আকাশমণ্ডল কম্পমান হয়।* দেখুন ২ শামু ২২:৮; ইশা ১৩:১৩; হগয় ২:৬, ২১; হাবা ১২:২৬-২৮। *অন্ধকারময় হয়।* নবী যোয়েল পঙ্গপালের দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত শাস্তির সাথে সংযুক্ত করেছেন মাবুদের দিনের সাথে সম্পৃক্ত মহাজাগতিক ঘটনাপ্রবাহকে।

২:১১ নবী ইশাইয়া যেভাবে আশেরীয়দেরকে দেখেছিলেন (ইশা ১০:৫ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং নবী ইয়ারমিয়া যেভাবে ব্যাবিলনীয়দেরকে দেখেছিলেন (ইয়ার ২৫:৯; ৪৩:১০) আল্লাহ্‌র হাতিয়ার হিসেবে, সেভাবে নবী যোয়েলও পঙ্গপালগুলোকে আল্লাহ্‌র বাহিনী হিসেবে দেখছেন (তুলনা করুন ইউসা ৫:১৪; জবুর ৬৮:১৭; হাবা ৩:৮-৯) – মাবুদ আল্লাহ্‌র বাহিনী, যারা মাবুদের দিনে তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে (দেখুন আয়াত ৩:৯-১১ ও নোট)। এই অংশটি সফনিয় ১:১৪ আয়াতের সমান্তরাল (তুলনা করুন আয়াত ৩১; ৩:১৪; মালা ৪:১, ৫)। *তাঁর কণ্ঠস্বর।* ৩:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *মহৎ ও অতি ভয়ানক।* পুরাতন নিয়মে এই দুটি শব্দ অনেক সময় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে, তবে এখানে অতি ভয়ানক কথাটির সমার্থক হচ্ছে অতি চমৎকার (দ্বি.বি. ৭:২১; ১০:২১; জবুর ১০৬:২১-২২)। সাধারণত মাবুদের দিন বোঝাতে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে (আয়াত ৩১; মালাখি ৪:৫)। *কে তা সহ্য করতে পারে?* দেখুন নাহূম ১:৬ আয়াত ও নোট; মালাখি ৩:২; প্রকা ৬:১৭)। মাবুদের কাছে

১৩ আর নিজ নিজ কাপড় না ছিঁড়ে অন্তঃকরণ
ছিঁড় এবং তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের কাছে ফিরে
এসো, কেননা তিনি কৃপাময় ও স্নেহশীল ক্রোধে
ধীর ও অটল মহব্বতে মহান এবং অমঙ্গলের
বিষয়ে অনুশোচনা করেন। ১৪ কে জানে যে,
তিনি ফিরে অনুশোচনা করবেন না এবং তাঁর
পিছনে দোয়া, অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের
উদ্দেশে শস্য-উৎসর্গ ও পেয়-নৈবেদ্য রেখে
যাবেন না?

১৫ তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, পবিত্র রোজা
নির্ধারণ কর, একটি বিশেষ মাহ্‌ফিল আহ্বান
কর; ১৬ লোকদের একত্র কর, পবিত্র সমাজ
নির্ধারণ কর, প্রাচীনদেরকে আহ্বান কর, বালক
বালিকাদের ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে একত্র কর;
বর তার বাসগৃহ থেকে, কন্যা তার অন্তঃপুর
থেকে বের হোক। ১৭ বারান্দার ও কোরবানগাহ্‌র
মধ্যস্থানে মাবুদের পরিচারক ইমামেরা কান্নাকাটি
করুক, তারা বলুক,

হে মাবুদ, তোমার লোকদের প্রতি মমতা কর,
তোমার অধিকারকে উপহাসের বিষয় করো না;
তাদের বিষয়ে জাতিদেরকে গল্প করতে দিও না,
লোকজন কেন বলবে যে, ‘ওদের আল্লাহ্ কোথায়?’

আল্লাহ্‌র রহম, তাঁর সেবকদের মঙ্গল

১৮ তখন মাবুদ তাঁর দেশের জন্য উদ্যোগী
হলেন ও তাঁর লোকদের প্রতি রহম করলেন।
১৯ আর মাবুদ জবাব দিলেন, তাঁর লোকদের
বললেন, দেখ, আমি তোমাদের কাছে শস্য,
আঙ্গুর-রস ও তেল পাঠিয়েছি, তোমরা তাতে
তৃপ্ত হবে; এবং আমি জাতিদের মধ্যে
তোমাদেরকে আর উপহাসের পাত্র করবো না।
২০ বরং আমি তোমাদের কাছ থেকে উত্তর
দেশীয় সৈন্য দূর করবো এবং তাকে শুকনো ও
ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে তাড়িয়ে দেব, পূর্ব সমুদ্রের
দিকে তার অগ্রভাগ ও পশ্চিম সমুদ্রের দিকে তার
পশ্চাদ্ভাগ ফেলে দেব; আর তার দুর্গন্ধ ও
পূতিগন্ধ উঠবে, কারণ সে মহৎ মহৎ কাজ
করেছে।

২১ হে দেশ, ভয় করো না, উল্লসিত হও,
আনন্দ কর, কেননা মাবুদ মহৎ মহৎ কাজ

[২:১৩] পয়দা ৩৭:২৯; শুমারী ১৪:৬; আইউ ১:২০।
[২:১৪] আমোষ ৫:১৫; ইউ ১:৬।
[২:১৫] শুমারী ১০:২।
[২:১৬] হিজ ১৯:১০, ২২।
[২:১৭] ইহি ৮:১৬; মথি ২৩:৩৫।
[২:১৮] ইশা ২৬:১১; জাকা ১:১৪; ৮:২।
[২:১৯] জবুর ৪:৭।
[২:২০] ইয়ার ১:১৪ -১৫।
[২:২১] জবুর ১২৬:৩; ইশা ২৫:১।

ফিরে না আসলে আর কোন উপায় নেই।

২:১২-১৭ অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে কিতাবটির অর্ধাংশ শেষ করা হয়েছে (“ফিরে আসা,” আয়াত ১২-১৩; দেখুন হোসিয়া ১৪:১ আয়াত ও নোট) এবং সেই সাথে মুনাজাতও করা হয়েছে (আয়াত ১৭), যার মাধ্যমে এই অংশের শুরুতে শোক প্রকাশের কান্নার সাথে ভারসাম্য বিধান করা হয়েছে (আয়াত ১:২-১৪)।

২:১৩ অন্তঃকরণ ছিঁড়। দেখুন জবুর ৫১:১৭ আয়াত ও নোট। *কৃপাময় ও স্নেহশীল।* হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতে আল্লাহ্‌কে তাঁর মহান রূপে কল্পনা করা হয়েছে, যা সমগ্র পুরাতন নিয়মে এক স্বর্ণালী সূত্রের মত প্রবাহিত হয়েছে (দেখুন হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতের নোট; এছাড়াও দেখুন দ্বি.বি. ৪:৩০; মিকাহ্ ৭:১৮)।

২:১৪ শস্য উৎসর্গ এবং পেয় নৈবেদ্য। ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৫ তূরী। ১ আয়াতের সতর্ক করে দেওয়া সংকেত নয়, বরং ধর্মীয় সমাবেশ শুরু হওয়ার আহ্বান মূলক সংকেত (দেখুন লেবীয় ২৩:২৪; ২৫:৯; শুমারী ১০:১০; ইউসা ৬:৪-৫; ২ খান্দান ১৫:১৪; জবুর ৯৮:৬ আয়াত ও নোট)। *রোজা নির্ধারণ কর ... মাহ্‌ফিল আহ্বান কর।* দেখুন ১:১৪ আয়াত ও নোট।

২:১৬ প্রথম অধ্যায়ে যেভাবে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষকে কাঁদতে ও শোক করতে বলা হয়েছিল, সেভাবেই এখানেও সর্ব স্তরের সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা হচ্ছে (দেখুন শুমারী ১৬:৩; ২ খান্দান ৩০:২, ৪, ২৩-২৫; মিকাহ্ ২:৫)। *প্রাচীন।* ১:২ আয়াতের নোট দেখুন। *অন্তঃপুর।* এখানে বাসর ঘর অর্থে বোঝানো হয়েছে, যেভাবে নব দম্পতি তাদের একান্ত মুহূর্তগুলো কাটায়।

২:১৭ তোমার অধিকার। ইসরাইল জাতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিশেষ অধিকার বা সম্পদ (হিজ ৩৪:৯; ইয়ার ৩:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। এহুদাকে অবশ্যই মুনাজাত ও মন পরিবর্তন করতে হবে। সে নিজের নির্দোষিতা দাবী করলে চলবে না, বরং তাকে এই মুনাজাত করতে হবে যেন আল্লাহ্ তাঁর নিজ গুণে তাদেরকে রহমত দান করেন (হিজ ৩২:১২ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন শুমারী ১৪:১৩; ইউসা ৭:৯ আয়াত ও নোট)। *গল্প করতে দিও না।* ১ বাদশাহ্ ৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *ওদের আল্লাহ্ কোথায়?* উপহাস করার ভঙ্গিতে এই প্রশ্ন করার হত (দেখুন জবুর ৩:২; ১০:১১; ১১৫:২ আয়াত ও নোট)।

২:১৮ এখানে নবী যোয়েল পঙ্গপালের কারণে সৃষ্টি ধ্বংস থেকে পট পরিবর্তন করে মাবুদ আল্লাহ্‌র রহমতের বর্ণনা দিচ্ছেন (১৮ ও ১৯ আয়াতের নোট দেখুন), যা আল্লাহ্ এক মন পরিবর্তনকারী ও অনুতপ্ত জাতিকে দিয়েছেন। *উদ্যোগী হলেন।* হিজ ২০:৫ আয়াতের নোট দেখুন। মাবুদ আল্লাহ্ ১৭ আয়াতের মুনাজাতের উত্তর দিচ্ছেন এবং তাঁর সম্মান রক্ষা করার জন্য এবং তাঁর লোকদের উপরে রহমত দানের জন্য উঠেছেন।

২:১৯ শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল। ১:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২০ উত্তর দেশীয় সৈন্য। যেহেতু প্রাচীনকালে শত্রু বাহিনী কখনো সমুদ্রের দিক থেকে বা মরুভূমি অতিক্রম করে আক্রমণ করতো না, সে কারণে প্রাচীন কেনানের ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে শুধুমাত্র তার দক্ষিণ (মিসর) এবং উত্তর দিক (আশেরিয়া ও ব্যাবিলন) থেকে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা ছিল। এখানে যে বিরাট পঙ্গপালের বাহিনীর কথা বলা হয়েছে তা মূলত ইসরাইলের সব সময়কার জন্য ভয়ের কারণ এমন কয়েকটি শত্রু সৈন্য বাহিনীর সংমিশ্রণ। *দুগর্ন্ধ ও পূতিগন্ধ।* কারণ একটি পঙ্গপালও এখন আর জীবিত নেই।

২:২১-২৩ দুঃখ ও শোক প্রকাশ করার জন্য যেমন কয়েকবার আহ্বান জানানো হয়েছে (১:৫, ৮, ১১, ১৩ আয়াত দেখুন) তেমনি আনন্দ প্রকাশ করার জন্যও কয়েকভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে: দেশ (আয়াত ২১), বন্য পশু (আয়াত ২২) এবং সাধারণ মানুষের কাছে (আয়াত ২৩) মাবুদের বিজয়

করেছেন। ২২ হে ক্ষেতের পশুরা, ভয় করো না,
কেননা মরুভূমিস্থ চারণভূমি সবুজ হয়ে উঠছে,
গাছ ফলবান হচ্ছে, ডুমুর গাছ ও আঙ্গুরলতা নিজ
নিজ ফল দিচ্ছে। ২৩ আর হে সিয়োন-সন্তানেরা,
তোমরা উল্লসিত হও, তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদে
আনন্দ কর, কেননা তিনি তোমাদেরকে
যথাপরিমাণে অগ্রিম বৃষ্টি দিলেন এবং প্রথমত
তোমাদের জন্য প্রথম ও শেষ বর্ষার পানি বর্ষান
করলেন। ২৪ এভাবে খামারগুলো শস্যে পরিপূর্ণ
হবে, আঙ্গুর-রস ও তেলে কুণ্ডগুলো উথলে
উঠবে। ২৫ আর পঙ্গপাল, পতঙ্গ, ঘুর্ঘুরিয়া ও
শূককীট– আমি যে আমার মহাসৈন্য তোমাদের
কাছে পাঠিয়েছি, তারা যেসব বছরের শস্যাদি
খেয়েছে, আমি তা পরিশোধ করে তোমাদের
দেব। ২৬ তোমরা প্রচুর খাদ্য ভোজন করে তৃপ্ত
হবে; এবং তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের নামের
প্রশংসা করবে, যিনি তোমাদের প্রতি আশ্চর্য
ব্যবহার করেছেন; আর আমার লোকেরা কখনও
লজ্জিত হবে না। ২৭ তাতে তোমরা জানবে, আমি
ইসরাইলের মধ্যবর্তী এবং আমি তোমাদের
আল্লাহ্ মাবুদ, অন্য কেউ নেই এবং আমার
লোকেরা কখনও লজ্জিত হবে না।

[২:২২] জবুর ৬৫:১২।
[২:২৩] জবুর ৩৩:২১; ইশা ১২:৬; ৪১:১৬; হবক ৩:১৮; জাকা ১০:৭।
[২:২৪] লেবীয় ২৬:১০; মালা ৩:১০।
[২:২৫] হিজ ১০:১৪; আমোষ ৪:৯।
[২:২৬] লেবীয় ২৬:৫।
[২:২৭] হিজ ৬:৭।
[২:২৮] ইশা ১১:২; ৪৪:৩।
[২:২৯] ১করি ১২:১৩; গালা ৩:২৮।
[২:৩০] লূক ২১:১১।
[২:৩১] ইশা ২২:৫; মথি ২৪:২৯।
[২:৩২] পয়দা ৪:২৬; জবুর

মাবুদের রূহের অবতরণ

২৮ আর তারপর এরকম ঘটবে,
আমি সকল মানুষের উপরে আমার রূহ্
সেচন করবো,
তাতে তোমাদের পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যদ্বাণী
বলবে
তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে;
২৯ আর সেই সময়ে আমি গোলাম-বাঁদীদের
উপরে,
আমার রূহ্ সেচন করবো।
৩০ আর আমি আসমানে ও দুনিয়াতে অদ্ভুত
লক্ষণ দেখাব;
রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখাব।
৩১ মাবুদের ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের
আগমনের আগে
সূর্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হয়ে যাবে।
৩২ আর যে কেউ মাবুদের নামে ডাকবে, সেই
রক্ষা পাবে;
কারণ মাবুদের কালাম অনুসারে সিয়োন
পর্বতে
ও জেরুশালেমে রক্ষাপ্রাপ্ত দল থাকবে

লাভের জন্য আনন্দ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

২:২২ বন্য পশুরা এখন উন্মুক্ত ও সবুজ চারণভূমি খুঁজে পেয়েছে (তুলনা করুন ১:১৯-২০ আয়াত)। যে ভূখণ্ডের সমস্ত গাছ ও তৃণ পঙ্গপাল ও দুর্ভিক্ষের কারণে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল (আয়াত ১:৭, ১২, ১৯) সেগুলো এখন আবার পাতা, ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

২:২৩ প্রথম ও শেষ বর্ষার পানি। এখানে হেমন্ত ও বসন্তকালের বৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে। দেখুন দ্বি.বি. ১১:১৪; ইয়াকুব ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৪ খামার। রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন। *তেলের কুণ্ড।* হগয় ২:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২:২৫ দেখুন ১:৪ আয়াত ও নোট।

২:২৬ আশ্চর্য ব্যবহার। লোকেরা যখন মিসরে ছিল সে সময় তিনি তাদের জন্য এই আশ্চর্য ব্যবহার বা অলৌকিক কাজ করেছেন (হিজ ৩:২০ আয়াত ও নোট; ৭:৩ আয়াত দেখুন) এবং এখন তিনি আবারও তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আশ্চর্য কাজ করবেন।

২:২৭ ইসরাইল। সম্ভবত এখানে আল্লাহ্‌র সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং এখানে উত্তরের রাজ্য ও দক্ষিণের রাজ্যের মধ্যে বিভক্তি না টেনে সকলকে একসাথে বোঝানো হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ৩:২, ১৬ আয়াতে। *আমি তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদ।* এই অংশটি সিনাই পর্বতের নিয়ম স্থাপন করার কথা নির্দেশ করে (দেখুন হিজ ২০:২ আয়াত ও নোট)। *অন্য কেউ নেই।* দেখুন দ্বি.বি. ৪:৩৫ আয়াত।

২:২৮-৩২ পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিত পিতর এই অংশটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন (প্রেরিত ২:১৬-২১), কিন্তু হিব্রু টেক্সট ও সেপ্টুয়াজিন্ট (ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) দুটো সংস্করণ থেকেই কিছুটা পার্থক্য সেখানে দেখা যায়।

২:২৮ তারপর। অর্থাৎ মসীহের যুগে, যে উদ্ধারের কথা এই মাত্র বলা হল তারও অনেক পরে। *আমার রূহ্ সেচন করবো।* দেখুন আয়াত ২৯; ইশা ৩২:১৫; ৪৪:৩; ইহি ৩৯:২৯ আয়াত ও নোট; জাকা ১২:১০–১৩:১। *সকল মানুষ।* এখানে বয়স, লিঙ্গ বা পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের কথা বলা হয়েছে। এটি এমন এক সময় যখন হযরত মূসার আকাঙ্ক্ষা (শুমারী ১১:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন) পূরণ হবে (তুলনা করুন গালা ৩:২৮)। প্রেরিত পিতর এই আয়াতে এবং ৩২ আয়াতে “সকল” কথাটিকে অ-ইহুদীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন (দূরবর্তী সকলে, প্রেরিত ২:৩৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে প্রেরিত ২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), যাদেরকে চূড়ান্ত মুক্তি দানের সময় বাদ দেওয়া হবে না (তুলনা করুন রোমীয় ১১:১১-২৪)। *ভবিষ্যদ্বাণী বলবে ... স্বপ্ন দেখবে ... দর্শন পাবে।* দেখুন শুমারী ১২:৬ আয়াত।

২:৩০-৩১ এই মহাজাগতিক ঘটনাসমূহের সাথে অনেক সময় মাবুদের দিনকে মেলানো হয়ে থাকে (দেখুন ইশা ১৩:৯-১০, ১৩; ৩৪:৪; মথি ২৪:২৯; প্রকা ৬:১২-১৩; ৮:৮-৯; ৯:১-১৯; ১৪:১৪-২০; ১৬:৪, ৮-৯)।

২:৩০ রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার স্তম্ভ। যা যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট হতে পারে; তবে আগুন ও ধোঁয়া মাবুদ আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্ন হিসেবেও প্রকাশ করা হতে পারে (পয়দা ১৫:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:৩১ অন্ধকার। দেখুন আয়াত ২ ও নোট। *রক্ত।* চাঁদের রং হবে রক্তের মত লাল। *মাবুদের ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন।* দেখুন আয়াত ১১; ১:১৫ আয়াত ও নোট।

২:৩২ যে কেউ মাবুদের নামে ডাকবে। অর্থাৎ যে কেউ মাবুদের এবাদত করে ও তাঁর কাছে মুনাজাত করে (দেখুন পয়দা ৪:২৬; ১২:৮; জবুর ১১৬:৪ আয়াত)। *রক্ষা পাবে।* আল্লাহ্‌র বিচারের গজব থেকে রক্ষা পাবে (দেখুন মথি ২৪:১৩)।

BACIB International Bible CHURCH

এবং পলাতক সকলের মধ্যে এমন লোক
থাকবে,
যাদেরকে মাবুদ ডাকবেন।

৩ [১] কারণ দেখ, সেই কালে ও সেই সময়ে
যখন আমি এহুদা ও জেরুশালেমের
বন্দীদশা ফিরাব, [২] তখন সমস্ত জাতিকে সংগ্রহ
করে যিহোশাফট উপত্যকায় নামাব এবং সেখানে
আমার লোক ও আমার অধিকার ইসরাইলের
জন্য তাদের সঙ্গে বিচার করবো, কেননা তারা
তাদেরকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করেছে ও
আমার দেশ ভাগ করে নিয়েছে। [৩] আর তারা
আমার লোকদের জন্য গুলিবাঁট করেছে এবং
পতিতার বিনিময়ে পুত্র দিয়েছে ও পান করার
জন্য আঙ্গুর-রসের বিনিময়ে কন্যা বিক্রি করেছে।
[৪] আবার হে টায়ার, হে সিডন, হে
ফিলিস্তিনীদের সমস্ত অঞ্চল, আমার কাছে
তোমরা কি? তোমরা কি প্রতিফল বলে আমার
অপকার করবে? আমার অপকার করলে আমি
অবিলম্বে ও অতি শীঘ্র সেই অপকারের ফল
তোমাদেরই মাথায় বর্তাব। [৫] কেননা তোমরা
আমার রূপা ও আমার সোনা হরণ করেছ এবং
আমার উৎকৃষ্ট রত্নগুলো নিজ নিজ মন্দিরে নিয়ে
গিয়েছ; [৬] আর এহুদার লোকেরা ও জেরুশালেম-
সন্তানদেরকে তাদের সীমা থেকে দূর করার জন্য
গ্রীক-সন্তানদের কাছে বিক্রি করেছ। [৭] দেখ,
তোমরা যে স্থানে পাঠাবার জন্য তাদেরকে বিক্রি
করেছ, সেখান থেকে আমি তাদেরকে জাগিয়ে
উঠিয়ে আনবো এবং তোমাদের অপকারের ফল
তোমাদেরই মাথায় বর্তাব। [৮] আর তোমাদের
পুত্রকন্যা-দেরও এহুদার সন্তানদের হাতে বিক্রি
করবো, তারা তাদের দূরস্থ শিবায়ীয় জাতির
কাছে বিক্রি করবে, কেননা এই কথা মাবুদ
বলেছেন।

যিহোশাফট-উপত্যকায় আল্লাহ্‌র বিচার

[৯] তোমরা জাতিদের মধ্যে এই কথা তবলিগ
কর, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, বীরদেরকে জাগিয়ে
তোল, যোদ্ধারা কাছে আসুক, উঠে আসুক।
[১০] তোমরা নিজ নিজ লাঙ্গলের ফাল ভেঙ্গে

১০৫:১।
[৩:১] দ্বিঃবি ৩০:৩; ইয়ার ১৬:১৫; ইহি ৩৮:৮; সফ ৩:২০।
[৩:২] ইশা ১৩:৯; ইয়ার ২:৩৫; ইহি ৩৬:৫।
[৩:৩] আইউ ৬:২৭; ইহি ২৪:৬।
[৩:৪] পয়দা ১০:১৫; মথি ১১:২১।
[৩:৫] ১বাদশা ১৫:১৮; ২খান্দান ২১:১৬-১৭।
[৩:৬] ইহি ২৭:১৩; জাকা ৯:১৩।
[৩:৭] ইশা ৪৩:৫-৬; ইয়ার ২৩:৮।
[৩:৮] ইশা ১৪:২।
[৩:৯] ইশা ৮:৯।
[৩:১০] ইশা ২:৪।

মাবুদের কালাম অনুসারে। সম্ভবত নবী যোয়েল এখানে বাদশাহ্‌ দাউদের সাথে মাবুদের কৃত নিয়মের কথা স্মরণ করছেন (দেখুন ২ শামু ৭ অধ্যায়; জবুর ১৩২:১১-১৮)। *রক্ষাপ্রাপ্ত দল।* দেখুন জাকা ১৩:৮-৯ আয়াত ও নোট; ১৪:২ আয়াত দেখুন।

৩:১ সেই কালে। ইসরাইলের দুর্দশার শেষ দিনগুলোতে (আয়াত ১৮ ও নোট দেখুন)। *বন্দীদশা ফিরাব।* কিংবা বলা যায় "তাদের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনবো" (দেখুন আয়াত ৬-৭; এর সাথে ইয়ার ২৯:১৪ আয়াত দেখুন)।

৩:২ যিহোশাফট উপত্যকা। দেখুন আয়াত ১২, যা জেরুশালেমের নিকটবর্তী একটি উপত্যকার প্রতীকী নাম। এটি এখানে জেরুশালেমের বিপক্ষে থাকা জাতিগণের প্রতি আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত বিচারের স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে (তুলনা করুন জাকা ৬:১ আয়াত ও নোট)। এখানে বাদশাহ্‌ যিহোশাফট জাতিগণের উপরে মাবুদ আল্লাহ্‌র ঐতিহাসিক বিজয় অবলোকন করেছিলেন (২ খান্দান ২০:১-৩০ আয়াত দেখুন)। *আমার অধিকার।* ২:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন। তিনটি আয়াতে মোট আটবার (আয়াত ২-৩, ৫) আল্লাহ্‌ "আমার" কথাটি ব্যবহার করেছেন, যার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের সাথে তাঁর নিয়মের সম্পর্কের উপরে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। *ইসরাইল।* ২:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:৩ আমার লোকদের জন্য গুলিবাঁট করেছে। এহুদার লোকদের বন্দীদশার সময়ে এমনটাই ঘটেছিল (৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং ওবদিয়া ১১ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইলের লোকদেরকে তাদের দুশমনেরা নেহায়েত পণ্য হিসেবে বিবেচনা করতো, যাদেরকে পতিতা ও মদের জন্য বিক্রি করে দেওয়া যেত।

৩:৪-৮ একটি বিশেষ অংশ। ১-৩, ৯-১৬ আয়াতে আল্লাহ্‌ ইসরাইলের দুশমন জাতিগুলোর বিপক্ষে বিচার ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এখানে তিনি সরাসরি জাতিগণের প্রতি কথা বলছেন।

৩:৪ আমার কাছে। অর্থাৎ মাবুদের কাছে। *টায়ার ... সিডন ... ফিলিস্তিনীদের সমস্ত অঞ্চল।* টায়ার এবং ফিলিস্তিন ইসরাইলীয়দের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করতো (আমোস ১:৬, ৯ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং ফিলিস্তিন অনেক সময় ইসরাইলদের জনবসতি লুটপাট করে নিয়ে যেত (দেখুন কাজী ১৩:১; ১ শামু ৫:১; ২ খান্দান ২১:১৬-১৭; ইহি ২৫:১৫-১৯ এবং ২৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্‌র দেওয়া শাস্তি হিসেবে ৩৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় আর্টাজারেক্সেস সিডন আক্রমণ করেন এবং এখান থেকে প্রচুর লোক বন্দী করে নিয়ে যান। অপরদিকে ৩৩২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর নেতৃত্বে গ্রীকরা টায়ার আক্রমণ করে। *সেই অপকারের ফল তোমাদেরই মাথায় বর্তাব।* দেখুন আয়াত ৭; মেসাল ২৬:২৭ ও নোট।

৩:৬ গ্রীকরা ফিনিশীয়দের সাথে ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও বাণিজ্য করতো বলে জানা যায়।

৩:৮ শিবায়ীয়। কিংবা সাবায়ীয়; আইউব ১:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; সাবা দেশের লোকেরা, যাদের রাণী বাদশাহ্‌ সোলায়মানের সাথে দেখা করতে এসেছিল (দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১০:১-১৩ আয়াত এবং ১০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *দূরস্থ।* এর অবস্থান ছিল আরবীয় পেনিনসুলার দক্ষিণ অংশে, যা বর্তমানে ইয়েমেন নামে পরিচিত।

৩:৯-২১ নবী যোয়েল ৯-১১ আয়াতে কথা বলেছেন; ১২-১৩ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন; ১৪-১৬ আয়াতে যোয়েল কথা বলেছেন; এবং ১৭-২১ আয়াতে আবার আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন। যখন নবী যোয়েল কথা বলেছেন, সে সময় তিনি আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব অনুপ্রাণিত হয়ে লোকদের প্রতি তাঁর মুখস্বরূপ কথা বলেছেন, যিনি তাঁকে একজন নবী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

৩:৯-১১ নবী যোয়েল এই আদেশ দিয়েছেন যে, জাতিগণকে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়, কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবেন এবং তিনি তাদের বিচার করবেন (তুলনা করুনব ইহি ৩৮-৩৯; প্রকা ১৯ অধ্যায়)।

BACIB
International Bible
CHURCH

তলোয়ার গড়, নিজ নিজ কাস্তা ভেঙ্গে বর্শা প্রস্তুত
কর; দুর্বল বলুক, আমি বীর। [১১] হে চারদিকের
জাতিরা, তোমরা সকলে ত্বরা কর, এসো,
জমায়েত হও; হে মাবুদ, তুমিও সেখানে
তোমার বীরদেরকে নামিয়ে দাও।
[১২] জাতিরা জেগে উঠুক, যিহোশাফট-
উপত্যকায় আসুক, কেননা সেই স্থানে আমি
চারদিকের সমস্ত জাতির বিচার করতে বসবো।
[১৩] তোমরা কাস্তে লাগাও, কেননা শস্য পেকেছে;
এসো, আঙ্গুর ফল দলন কর, কেননা কুণ্ড পূর্ণ
হয়েছে, রসের আধারগুলো উথলে উঠছে; কেননা
তাদের নাফরমানী বিষম।
[১৪] সমারোহ, সমারোহ দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকায়!
কেননা দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকায় মাবুদের দিন
সন্নিকট। [১৫] সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকার হচ্ছে,
নক্ষত্রগুলো নিজ নিজ তেজ গুটিয়ে নিচ্ছে।

[৩:১১] ইহি ৩৮:১৫-১৬; সফ ৩:৮।
[৩:১২] জবুর ৮২:১; ইশা ২:৪।
[৩:১৩] মার্ক ৪:২৯।
[৩:১৩] কাজী ৬:১১; প্রকা ১৪:২০।
[৩:১৪] ইশা ১৩:৪।
[৩:১৪] ইশা ২:৪; ইহি ৩৬:৫।
[৩:১৫] আইউ ৯:৭; ইহি ৩২:৭।
[৩:১৬] ইশা ৪২:১৩।
[৩:১৭] হিজ ৬:৭।
[৩:১৮] হিজ ৩:৮; সোলায় ৫:১।
[৩:১৯] ইশা ১৯:১।

[১৬] আর মাবুদ সিয়োন থেকে গর্জন করবেন,
জেরুশালেম থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনাবেন; এবং
আকাশমণ্ডল ও দুনিয়া কেঁপে উঠবে; কিন্তু মাবুদ
তাঁর লোকদের আশ্রয় ও বনি-ইসরাইলদের
দুর্গস্বরূপ হবেন। [১৭] তাতে তোমরা জানবে যে,
আমি তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ, আমি আমার
পবিত্র সিয়োন পর্বতে বাস করি; তখন
জেরুশালেম পবিত্র হবে; বিদেশীরা আর তার
মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবে না।

ভবিষ্যতে এহুদার মহিমা

[১৮] সেদিন পর্বতমালা থেকে মিষ্ট আঙ্গুর-রস
ক্ষরণ হবে, উপপর্বতগুলো থেকে দুধের স্রোত
বইবে এবং এহুদার সমস্ত প্রণালীতে পানি
বইবে, আর মাবুদের গৃহ থেকে একটি ঝর্ণা বের
হবে, তা শিটীমের স্রোতোমার্গকে পানি দেবে।
[১৯] মিসর ধ্বংসস্থান হবে, ইদোম ধ্বংসিত

৩:১০ এই আয়াতের প্রথম অংশটি ইশা ২:৪ আয়াতের (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) এবং মিকাহ্‌ ৪:৩ আয়াতের বিপরীত, যেখানে আল্লাহ্‌র রাজ্যের শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন তারা তাঁর মুখোমুখি হয়। *লাঙ্গলের ফাল।* ইশা ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১১ জমায়েত হও। বিচারের জন্য যিহোশাফটের উপত্যকায় জমায়েত হতে বলা হয়েছে (দেখুন আয়াত ২, ১২, ১৪ এবং এর সাথে ২, ১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১৩ এহুদার বিরুদ্ধে মাবুদের বিশাল পঙ্গপাল বাহিনীর কারণে (২:৩-১১ আয়াত দেখুন এবং ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন) সে সময় কোন ফসল পাওয়া যায় নি (২:৩)। কিন্তু সেই ফসল লোকেরা পরবর্তী সময়ে ফিরে পেয়েছিল (আয়াত ২:১৯, ২২, ২৪, ২৬)। মাবুদের সেই বিশেষ দিনে চূড়ান্ত ফসল উত্তোলন করা হবে, যখন আল্লাহ্‌ জাতিগণের উপরে তাঁর বিচারও চূড়ান্তভাবে সাধন করবেন। প্রকাশিত ১৪:১৪-২০ আয়াতে এই বিচারের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে (প্রকা ১৪:১৫, ১৮-২০ আয়াতের নোট দেখুন)। *রসের আধারগুলো।* ২:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:১৪ দণ্ডাজ্ঞার উপত্যকা। ২, ১২ আয়াতে উল্লেখিত যিহোশাফট (বিচারের) উপত্যকা। "যিহোশাফট" আল্লাহ্‌কে দেখিয়েছেন একজন বিচারক হিসেবে (২ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে "দণ্ডাজ্ঞা" (ভিন্ন একটি হিব্রু শব্দ) বেহেশতী বিচারকের সিদ্ধান্ত বা বিচারের রায় বোঝানো হয়েছে। উপত্যকাটিকে এখন এমন একটি স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে যেখানে এই সমস্ত বিচারের রায় সম্পন্ন করা হবে। *মাবুদের দিন।* আয়াত ১:১৫ ও নোট দেখুন।

৩:১৫ দেখুন আয়াত ২:১০ ও নোট।

৩:১৬ গর্জন করবেন। সিংহের মত গর্জন করে মাবুদ আল্লাহ্‌ জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। প্রথম দুটি পঙক্তি আমোস ১:২ আয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ২৫:৩০ আয়াত দেখুন)। *সিয়োন থেকে।* আমোস ১:২ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁর কণ্ঠস্বর।* বজ্রপাত অর্থে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ যখন তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তা যেন জেরুশালেমের জন্য বজ্রঘাতের মতই দেখা দিল (২:১১), সে কারণে যখন তিনি জেরুশালেমের দুশমনদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন তখন তিনি তাঁর অধিকার আবার ফিরিয়ে নেবেন (দেখুন আয়াত ১৭; আমোস ১:২)। *আকাশমণ্ডল ও দুনিয়া কেঁপে উঠবে।* ২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *বনি-ইসরাইল।* ২:২৭ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:১৭-২১ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের দুই ভাবে দোয়া করবেন: নেতিবাচকভাবে, তাদের দুশমনদেরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে; এবং ইতিবাচকভাবে, তাদেরকে উপযোগী ও মঙ্গলজনক বিষয় দানের মধ্য দিয়ে।

৩:১৭ পবিত্র সিয়োন পর্বতে বাস করি। মাবুদ আল্লাহ্‌ স্বয়ং তাদের মধ্যে বসবাস করবেন (আয়াত ২১ দেখুন)। ২:২৭; জবুর ৪৬:৪ আয়াতে এই একই চিত্র পরিলক্ষিত হয় (তুলনা করুন প্রকাশিত ২১:৩ আয়াত)। এখন যে নগরীটি নাপাক ও শত্রু দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে, তা এক সময় অত্যন্ত সুশ্রী, রহমতে পূর্ণ ও পাক সাফ হয়ে উঠবে, কারণ সে সময় তা হবে মাবুদ আল্লাহ্‌র বাসস্থান (আয়াত ২১ ও নোট দেখুন; প্রকাশিত ২১ অধ্যায় দেখুন)। তখন জেরুশালেম নগরী হচ্ছে পবিত্র ও অভেদ্য (জাকা ১৪:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সিয়োন।* ২:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:১৮ সেদিন। ১ আয়াতে বলা হয়েছে "সেই কালে"। এই আয়াতে আদন উদ্যানের সমৃদ্ধ ও সুখী অবস্থার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, যা ১:১০ আয়াতের দুর্ভিক্ষের সম্পূর্ণ বিপরীত (আমোস ৯:১৩)। *পর্বতমালা ... উপপর্বত।* জবুর ১০৪:১৩-১৫; হগয় ১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন। *মাবুদের গৃহ থেকে একটি ঝর্ণা বের হবে।* মাবুদের উপস্থিতি থেকে এই ঝর্ণা বের হয়ে আসার কারণে তা লোকদেরকে সজীব করে তুলবে এবং তাদের দেশকে করে তুলবে সুজলা সুফলা (দেখুন জবুর ৩৬:৮; ৪৬:৪ আয়াত ও নোট; ৮৭:৭; ইহি ৪৭:১-১২; প্রকা ২২:১-২)। *শিটীমের স্রোতোমার্গ।* এক্যাশিয়া; হিজ ২৫:৫ আয়াত ও নোট দেখুন। যেহেতু এক্যাশিয়া সাধারণত শুকনো ভূমিতে জন্মে থাকে, সে কারণে এখানে পানি বিধৌত মরুভূমির চিত্র কল্পনা করা হয়েছে।

৩:১৯ মিসর ... ইদোম। ইসরাইলের পুরাতন দুশমন হিসেবে এই দুটি রাষ্ট্র এখানে আল্লাহ্‌র লোকদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন সমস্ত জাতির প্রতিনিধিত্ব করছে (ইহি ৩৫:১-১৫; জাকা

BACIB
International Bible
CHURCH

মরুভূমি হবে, এর কারণ এহুদা লোকদের প্রতি
কৃত জুলুম, কেননা তারা নিজ নিজ দেশে
নির্দোষের রক্তপাত করেছে। ২০ কিন্তু এহুদা
চিরকাল ও জেরুশালেম পুরুষানুক্রমে বসতি পূর্ণ
থাকবে। ২১ আর আমি তাদের যে রক্ত নির্দোষ
প্রতিপন্ন করি নি তা নির্দোষ প্রতিপন্ন করবো;
কারণ মাবুদ সিয়োনে বাস করেন।

[৩:২০] উজা ৯:১২; আমোষ ৯:১৫। [৩:২১] ইশা ১:১৫। [৩:২১] ইহি ৩৬:২৫।

১০:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। *ধ্বংসস্থান ... ধ্বংসিত মরুভূমি।* এখানে চিরস্থায়ী সঞ্জীবনী দোয়া থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তা বোঝানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোক এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিরোধীদের নিয়তির মধ্যকার পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই ধ্বংসের চিত্র এহুদার পূর্বেকার অবস্থাও প্রকাশ করে (২:৩)।

৩:২০ চিরকাল ... বসতি পূর্ণ থাকবে। যখন আল্লাহ্‌র বিচার ও তাঁর প্রতিশোধ সম্পন্ন হবে, তখন তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী হবে এবং তা প্রতিনিয়ত আরও বেশি সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

৩:২১ বিচারের কথা ঘোষণাকারী এই কিতাবটি শেষ হয়েছে এক উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে: "মাবুদ সিয়োনে বাস করেন," আর এ কারণে যারা আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সাথে বাস করে তারা সকলেই সঠিক পথে রয়েছে। নবী ইহিস্কেলের কিতাবের শেষেও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় (ইহি ৪৮:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।